পুরুলিয়ায় বিজেপির কর্মসূচিতে অংশ নিলেন কেন্দ্র, রাজ্য ও জেলার প্রতিনিধিরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ পুরুলিয়া-২ ব্লকের হুট্মুড়া গ্রামের আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থী সেখ মোরতাজার বাড়িতে গিয়ে রবিবার তাঁর আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করল বিজেপির একটি প্রতিনিধি দল। ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুব সভাপতি ইজাজ হোসেন, রাজ্য কমিটির যুব সভাপতি দেবজিৎ সরকার, জেলার যুব সভাপতি রাজেশ চিন্না, দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, বিনোদ তেওয়ারী প্রমুখরা। তাঁরা আহত কর্মী সেখ মোরতাজার বাবা সেখ আলিজান ও তাঁর স্ত্রী সালেয়া বিবির সঙ্গে দেখা করে সব সময় তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সালেয়া বিবি বিজেপি নেতৃত্বকে জানান, ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও তাঁর স্বামীর উপর হামলাকারীরা এখনও ধরা পড়েনি। তাঁরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সে ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে ফের কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন দলের নেতারা। এর পাশাপাশি সেখ মোরতাজার চিকিৎসার জন্য যাবতীয় খরচ দলের থেকে বহন করা হবে বলে বিজেপি নেতৃবৃন্দ আক্রান্তের স্ত্রী ও বাবাকে আশ্বাস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন দলের অন্যতম নেতা প্রদীপ মাহাতো। উল্লেখ্য, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য হুট্মুড়া গ্রামের একটি আসন থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে গত ২৩ তারিখ মনোনয়ন জমা দিয়ে বাড়ি ফেরার পর রাতের দিকে বাড়ির অদূরে জাতীয় সড়কের ধারে একদল দুষ্কৃতীর হাতে ছুরিকাহত হন বছর পঁয়তাল্লিশের সেখ মোরতাজা। পেটে গুরুতর চোট নিয়ে বর্তমানে তিনি ঝাড়খণ্ডের রাঁচির একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। এই ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সম্প্রতি বরাবাজার ব্লকের নিশ্চিন্তপুর গ্রামে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মীদের উপর তৃণমূলের হামলার প্রতিবাদে রবিবার বিকালে বরাবাজারে একটি ধিক্কার মিছিল করে বিজেপি। বরাবাজার নামোপাড়া, জয়নগরপাড়া, হাটতলা প্রভৃতি এলাকার রাস্তা পরিক্রমা করে প্রায় হাজার খানেক কর্মী ও সমর্থকের ওই মিছিলটি। মিছিল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবিতে স্লোগান তোলা হয়। ওই মিছিলে দলের রাজ্য সম্পাদক সায়ন্তন বসু, জেলা সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী, বিবেক রাঙ্গা, জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো প্রমুখরা পা মিলিয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্ব অভিযোগ করে বলেন, ১৬ এপ্রিল নিশ্চিন্তপুর গ্রামের ঝামেলায় তাদের দলের ১১ জনকে ধরা হয়েছে। সেই ঘটনায় তৃণমূলের লোকেরা বিজেপি কর্মীদের বাড়ি ভাঙচুর করলেও আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের এক জনকেও পুলিশ গ্রেফতার করেনি। অবিলম্বে তাদের গ্রেফতার চেয়েছেন তাঁরা।

সোমবার হুগলি জেলার অন্যতম শিশুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'শিশুগুচ্ছ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন মমতা মুখোপাধ্যায়। এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, শিক্ষিকা, অশিক্ষক-কর্মচারীদের উপস্থিতিতে এই দায়িত্বভার তাঁর হাতে তুলে দেন বিদ্যালয় পরিচালন সমিতি তথা আরামবাগ এডুকেশন সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ নিমাই কুণ্ডু। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন পরিচালন সমিতির সহ-সম্পাদক রঞ্জিতকুমার বেরা, প্রাক্তন অধ্যাপক দুলাল মাল, পবিত্র চ্যাটার্জী।
(ছবিতে) বিদ্যালয়ের সকল কর্মীদের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষিকাকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রয়াত আইনজীবী বিশ্বনাথ পালের স্ত্রী তথা এই বিদ্যালয়ের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাধুরী পাল।

বাঁকুড়ায় নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে যাবজ্জীবন জেল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জিনিস কিনতে যাওয়া ৪ নাবালিকার শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করার দায়ে এক মুদির দোকানদারকে যাবজ্জীবন কারাবাস ও ৩ লক্ষ টাকা জরিমানার রায় দিয়েছে বাঁকুড়া আদালত। এই ৪ নাবালিকার বয়স যথাক্রমে ৫, ৮, ৯, ১০ বছর। বাঁকুড়া আদালতের আইনজীবী ও বেলিয়াতোড় থানা সূত্রে জানা গেছে, গত ২০১৩ সালের ৩ জানুয়ারি দুপুর তিনটে নাগাদ বেলিয়াতোড়ে রবিলোচন মুদির দোকানে ৪ স্থানীয় নাবালিকা জিনিস কিনতে গিয়েছিল। সেই সময় সেখানে কেউ না থাকায় রবিলোচনবাবু তাদের ৪ জনকে দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণ করে। তাদের রবিলোচনেবাবু ভয় দেখিয়ে বলে, একথা পরিবারের কাউকে যেন না বলে তারা। ওই ৪ নাবালিকা ভয়ে প্রথমে কিছু জানায় নি। কিন্তু কোনোভাবে তাদের পরিবারের লোকজন ঘটনার কথা জানতে পারেন। এতে এলাকাবাসী ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা ঘটনার দুদিন পর গত ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারি বেলিয়াতোড় থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং রবিলোচনবাবুকে গ্রেফতার করে। গত রবিবার রবিলোচন দে'কে দোষী সাব্যস্ত করে অতিরিক্ত দায়রা বিচারক-১ মনজিৎ ভট্টাচার্য্য। তিনি সোমবার রবিলোচন দে'কে ৩৭৬/২এ ধারায় যাবজ্জীবন কারাবাস ও ৩ লক্ষ টাকা জরিমানা এবং তা অনাদায়ে আরও এক বছর হাজতবাসের নির্দেশ দেন। এছাড়া ৩৫৪ ধারায় ৪০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও ৬ মাসের জেলের সাজা ঘোষণা করেন। এই দুটি সাজা একই সঙ্গে চলবে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি পক্ষের আইনজীবী অতনু দে জানান, তাঁরা এই কেসের সর্বোচ্চ সাজা চেয়েছিলাম, যাতে সমাজ এই ধরনের বিকৃত মনের মানুষের থেকে মুক্তি পায়।

গত ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি অভিযোগ দায়ের ও গ্রেফতার এবং ৩১ জানুয়ারি চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ।

ভোট এলেই নেতাদের কাছে পাওয়া যায় ভেট, না হওয়ায় হতাশ নসরতপুর পঞ্চায়েতের ভোটাররা

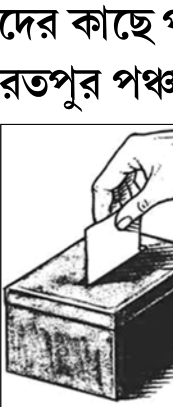

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ ভোটাধিকার প্রয়োগ ভোটারদের অধিকার। সেই ভোটাধিকার প্রয়োগ এবার হচ্ছে না পূর্ব বর্ধমানের অনেক ভোটারদের কাছেই। পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের অধীন নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত একটি গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত। এই পঞ্চায়েতের ভোটাররা ভোট দিতে পারছেন না তাই হতাশ। কারণ শাসকদলের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে বোর্ড গঠনের পথে। বিরোধীরা এখানে প্রার্থী দিতে পারেনি। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগে সরগরম এলাকা। বিরোধীদের চরম অভিযোগ, শাসকদলের সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে তাদের দলের প্রার্থীরা প্রাণনাশের ভয়ে প্রার্থী হতে সাহস পাননি এমনকি তাদের মারধর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে মনোনয়ন দাখিল করার সময়। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে শাসকদলের প্রার্থীরা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র ৩০টি আসনের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ২টি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছে। অন্যদিকে সিপিআইএম ৮টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বাকি ২০টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূলের প্রার্থীরা। জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের শক্ত ঘাঁটি নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা।

এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা পূর্ববাংলা দেশ থেকে আসা তন্তুজীবী সম্প্রদায়ের মানুষজন। তাই প্রথম থেকে বিজেপির একটা শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত সমুদ্রগড়-এর নসতরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। বিগত পরিসংখ্যান থেকে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালের ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে বিজেপি আসন পেয়েছিল ১৪টি। ২০১৩ সালের নির্বাচনে বিজেপি এককভাবে নির্বাচনে লড়াই করে আসন পেয়েছিল ১৩টি। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ১২টি ও সিপিআইএম পেয়েছিল ৬টি আসন। এই সময়কালে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং সিপিআইএম জোট করে পঞ্চায়েত ভোট দখল করে। পরবর্তীতে বিজেপি দলে ভাঙন ঘটে। বহু পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করায় আসন সংখ্যা বেড়ে যায় তৃণমূল কংগ্রেসের। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবেই পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে। ফের আবার একটি নির্বাচন। পঞ্চায়েতের ৩০টি আসনের মধ্যে এযাবৎকাল বিজেপি ২টি আসনে, সিপিআইএম ৮টি আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পেরেছে। গেরুয়া শিবিরের অস্তিত্ব সংকটে। অন্যদিকে সিপিআইএমের সংগঠন তলানীতে এসে ঠেকেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। তাহলে বলতে হয়, নির্বাচন হচ্ছে ১০টি আসনে। ২০টি আসনে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। জয় সম্পর্কে স্থানীয় তৃণমূল নেতা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান অমল বাগ জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের কাজ দেখে পরাজয়ের ভয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতীকে কেউ দাঁড়াতে সাহস পাননি। অথচ বিরোধীরা মিথ্যা অপপ্রচার করছে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে। জেলা পরিষদের বিদায়ী সদস্য বিকাশ বসাক জানিয়েছেন, বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি মানুষ আজ আর গ্রহণ করছেন না। নসরতপুর এলাকার মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সরকারের উন্নয়নের গতিকে বজায় রাখবার জন্য এলাকার মানুষ তৃণমূলের পক্ষে আছেন। অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা বিপ্লব বসাক জানিয়েছেন, শাসকদলের লাগামহীন সন্ত্রাসের কাছে আমাদের কর্মী-সমর্থকরা প্রাণনাশের ভয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেনি। কিন্তু এলাকার মানুষ আমাদের সাথেই আছেন। অন্যদিকে তৃণমল কংগ্রেস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোর্ড গঠনের পথে এগিয়ে গেলেও ভোটাররা কিন্তু বলছেন অন্য কথা। বহু নতুন প্রজন্মের ভোটার আছেন যাঁরা ভোট দিতে ইচ্ছুক।

এবছর তাঁরা হতাশ প্রার্থী নেই কাকে ভোট দেবেন? ভোটাররা বলছেন, নির্বাচন হলে তাঁরা তাঁদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু সেই দিক থেকে তাঁরা হতাশ হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত থেকে গেলেন। এছাড়াও বহু ভোটার বলছেন, ভোটের সময় নেতাদের কাছে পাওয়া যায় এবং নানান রকম সমস্যার কথা তুলে ধরা যায়। এবারের নির্বাচনে সেইসব উন্নয়নমূলক বহু দাবির কথা ভোটের মুখে বলতে পারলেন না। এই প্রসঙ্গে শাসকদলের নেতারা বলছেন, সরকার এলাকার মানুষের জন্য সমস্ত রকমের উন্নয়নমূলক কাজ করে ফেলেছেন। তাই আগামী দিনে এলাকার বাসিন্দাদের মতামতের গুরুত্ব দিয়ে আরও ব্যাপক উন্নয়নমুখী কাজ করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

বাড়িতে মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার বিজেপির এক মহিলা প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ সরস্বতী সরেন নামে এক বিজেপি প্রার্থীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। নিজের বাড়িতে মদ বিক্রি করার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার রঘুনাথপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে বাড়িতে মদ বিক্রির অভিযোগে ইন্দপুরের দেওলগোড়া গ্রাম থেকে সরস্বতী সরেন নামে এক আদিবাসী মহিলাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। ঘটনাচক্রে ওই মহিলা এবার রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনদেউলী গ্রাম সংসদ থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অভিযুক্ত ওই বিজেপি প্রার্থী সরস্বতী সরেনকে পুলিশের পক্ষ থেকে সোমবার খাতড়া মহকুমা আদালতে তোলা হচ্ছে। বিজেপি এই ঘটনায় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছে। তাদের অভিযোগ, শাসকদল রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবেনা জেনেই পুলিশকে দিয়ে তাদের প্রার্থীদের উপর এভাবেই আক্রমণ করছে। উল্লেখ্য, এর আগে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পরে জেলা সাধারণ সম্পাদক লক্ষণ মণ্ডলের ছেলে রাহুল মণ্ডলকে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরার অভিযোগে ইন্দপুর পুলিশ গ্রেফতার করে। বর্তমানে রাহুল মণ্ডল নামে ঐ বিজেপি কর্মী জামিনে মুক্ত আছে। বিজেপি বাঁকুড়া জেলা সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র অভিযোগ করে বলেন, শাসকদল নিজেরাই রাতের অন্ধকারে আমাদের প্রার্থীর বাড়িতে মদ রেখে পুলিশকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে। যে সমস্ত প্রার্থীকে তার ভয় দেখিয়ে, জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করাতে পারেনি তাদেরকেই এইভাবে পুলিশকে দিয়ে হেনস্থা করাচ্ছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি জেলা জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব বিজেপির এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য, বেআইনি কাজ করলে তিনি যে দলেরই হোন না কেন ছাড় পাবেন না। আইন আইনের পথেই চলবে। এই বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস

ড. প্রসেনজিৎ সরকার

'মে দিবস' অর্থাৎ 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হল পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ পরিবর্তনের এক বৈপ্লবিক তথা যুগান্তকারী সূচনা। শ্রেণি বৈষম্যের বেড়াজাল আমাদের সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল এবং তাতে বন্দী ছিল শ্রমজীবী মানুষের জীবন। এই শৃঙ্খলিত বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল আন্দোলনে এবং এনে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ।

সারা পৃথিবীর ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে একথা স্পষ্টই অনুধাবন করা যায় যে পৃথিবীর সব দেশেই দুটি শ্রেণি বিদ্যমান। এক শোষক শ্রেণি, যার সংখ্যা নগণ্য। অপর শ্রেণি হল শোষিত, যাদের উপর পুরো সমাজটা নির্ভরশীল। এরা সংখ্যায় বিপুল। কিন্তু এই নগণ্য, মুষ্টিমেয় সংখ্যক শোষক শ্রেণি তথা ধনিক শ্রেণি ওই বিপুল সংখ্যক সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছিল।

শিল্প বিপ্লবের ফলে যে সব কলকারখানা স্থাপিত হয়েছিল, যেখানে প্রয়োজন ছিল প্রচুর শ্রমিকের। অসহনীয়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শ্রমিকদের প্রতিদিন প্রায় ১৬ ঘন্টা করে কাজ করতে হত। আর এর বিনিময়ে তারা পেত নগণ্য পারিশ্রমিক। জুটতো না পেট ভর্তি করার মতো খাবার। ফলস্বরূপ শ্রমিক, শিশুশ্রমিক হয়ে পড়েছিল কঙ্কালসার আকৃতির, যেন-- মানুষ নয় মানুষের ব্যঙ্গচিত্র।

তখন অসহায় নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে তারা আন্দোলন শুরু করে। পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবী, মেহনতি মানুষদের উদ্দেশ্যে বলে-- 'দুনিয়ার মজদুর এক হও।' ১৮৮৬ সালের মে মাসের ১ তারিখে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। প্রায় লাখ তিনেক শ্রমজীবী মানুষ ওই সমাবেশে অংশ নেয়। কিন্তু মালিকপক্ষ এই দাবি মেনে না নিলে শ্রমিকরা ৪ঠা মে (১৮৮৬ খ্রিঃ) সন্ধ্যাবেলা শিকাগোর হে-মার্কেটে মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হয়। তাদের এই কাজের অনুপ্রেরণা ছিল কানাডায় অনুষ্ঠিত (১৮৭২ খ্রিঃ) শ্রমিক শোভাযাত্রার সাফল্য। আগস্ট স্পীজ নামে এক শ্রমিক নেতা সমবেত শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করছিলেন ভাষণের মধ্য দিয়ে। তাদেরকে ঘিরে ছিল পুলিশের দল। হঠাৎ সেই পুলিশের দলের প্রতি জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বোমা নিক্ষেপ করলে এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যু ঘটে। এরপর শুরু হয় নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর পুলিশের এলোপাথারি গুলিবর্ষণ। পুলিশের গুলিতে নিহত হয় ১১ জন শ্রমিক। আহত হয় অনেকে। আগস্ট স্পীজ সহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু হায়! পৃথিবীর সর্বত্রই 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।'

এক প্রহসনমূলক বিচারে ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুইস সিং নামক এক শ্রমিক আত্মহত্যা করে বন্দী অবস্থায় এবং অন্যজনের কারাদণ্ড হয় ১৫ বছরের জন্য। ফাঁসির আগে আগস্ট স্পীজ যা বলেছিলেন তা আজও স্মরণীয়। উক্তিটি হল— 'আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা, তোমাদের আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে।' কিন্তু মজার বিষয় হল এই, ১৮৯৩ খ্রিঃ ২৬ জুন ইলিনয়ের গভর্নর পুলিশ হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেন এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী পুলিশ কমাণ্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করে।

শেষপর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের এই রক্তঝরা আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। দৈনিক ৮ ঘন্টা করে কাজ করার দাবি সরকারিভাবে স্বীকৃতি পায়। এই গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১ মে সারাবিশ্বে 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এই দিনটি শ্রমিক শ্রেণি মহাসমারোহে পালন করে থাকে। কোথাও কোথাও আত্মত্যাগী শ্রমিকদের স্মরণে আগুন জ্বালানো হয়ে থাকে। চীন, কিউবা, পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্র, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, কানাডা সহ ভারত ও বাংলাদেশের মতো বহু দেশেই 'মে দিবস' পালিত হয় গুরুত্ব সহকারে। ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত হয় ১৯২৩ সালে। এই দিনটিকে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

শ্রমজীবী মানুষদের রক্তে রাঙা এই 'মে দিবস' সমগ্র বিশ্বকে উপহার দিয়েছে 'বৈষম্য ও শোষণমুক্ত' একটি সমাজ। মালিক-শ্রমিকের মধ্যে যে 'বন্ধুর' সম্পর্ক ছিল তা এক সময় চলে এল বন্ধুত্বের সমতলে। এই মহান দিনটির তাৎপর্যপূর্ণ অবদান আগলে রেখেছে আজকের শ্রমিক শ্রেণিকে। যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে 'সংগ্রামী চেতনা' হল শ্রমজীবীদের ভূষণ, অহংকার, সামনে এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র।

OUR SPECIALITY
সুচিকিৎসাই আসলকথা...
APEXX
আরামবাগ অ্যাপেক্স ডায়াগনস্টিক
এণ্ড হেল্থ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
১। ডায়াগনষ্টিক বিভাগ
২। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুর চেম্বার
৩। ঔষধ দোকান
৪। শল্য চিকিৎসা বিভাগ
৫। জরুরী চিকিৎসা বিভাগ
৬। নার্সিং হোম
পি.সি.সেন মার্কেট দ্বিতল, লিঙ্ক রোড,
আরামবাগ, হুগলী, পঃবঃ ৭১২৬০১
Ph. 03211-255867/256867
Mob. 9093965838
e-mail :abgapex@gmail.com
abgapexx@rediffmail.com
আরামবাগ